দৈনিক
ইনকিলাব

14 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

এগারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল দশা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ বিনির্মাণে উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে যে আশিটির মত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, পনের কোটি মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তদপুরি প্রদত্ত অঙ্গীকারের তোয়াক্কা না করে শিক্ষার নামে অব্যাহতভাবে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় অনেক বেশী অর্থ খরচ করেও শিক্ষার্থীরা হচ্ছে বঞ্চিত ও প্রতারিত। মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এবং সরকারী নিষেধাজ্ঞার পরও আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ নানা অনিয়ম ও শৃংখলা ভঙ্গের কারণে তেরটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইতোমধ্যে 'শো কজ' করা হয়েছে। এদিকে গত এক দশকে দেশে বিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও নতুন এগারটি বিশ্ববিদ্যালয় বেহাল অবস্থায় রয়েছে। গতকাল একটি দৈনিকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে নামেমাত্র এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে মাত্র আট হাজারের মত। এর মধ্যে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব করুণ- মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশী। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগই চলছে এক থেকে দু'টি অনুষদ এবং পাঁচ ছয়টি বিষয় নিয়ে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোন প্রফেসর। এমনকি তিনবার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রফেসর নিয়োগ দিতে পারছে না কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান যে সংকট বিরাজ করছে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তা থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় কোনভাবেই মুক্ত নয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য রয়েছেন লম্বা ছুটিতে। শিক্ষক সংকট তীব্র হওয়ায় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসিকে পর্যন্ত নিতে হচ্ছে ক্লাস। এছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি এবং আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার পদ খালি রয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে দেখা দিয়েছে গতিমন্থরতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত নিষ্ক্রিয়তা।

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রয়াসে উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশই সচেষ্ট। একথা সত্য যে, কর্মসংস্থানের নানামুখী চাহিদা মেটাতে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব না হলে জনপ্রাচুর্য অর্থবহ হয় না। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যেমন দরকার, তেমনি সেগুলো লক্ষ্য পূরণে সঠিকভাবে অবদান রাখতে পারছে কি না তার মনিটরিংও জরুরী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে যে পরিমাণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেও যথেষ্ট নয়। তদুপরি প্রতি বছর লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভের অনেক আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও ভর্তি হওয়ার বদলে অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে ব্যর্থতা। ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আসন স্বল্পতার দরুন উচ্চ শিক্ষালাভে ব্যর্থ এসব শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা ও হতাশা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যেসব শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন, বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে তারা ঠিক মতো এগিয়ে যেতে পারছেন কি না তা নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বিশ্বের বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিকাশের লক্ষ্যে নতুন শতকে আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হলেও সে উদ্দেশ্য মোটেও সফল হয়নি। যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট, অবকাঠামোগত সমস্যা, পরিবহন ও আবাসন সঙ্কট এবং লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরি অপ্রতুলতার কারণে অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য যে সফল হবে তারও কোন লক্ষণ নেই।

চটকদার বিজ্ঞাপন কিংবা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়ে নয় বরং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই থাকা দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। শুধু অবকাঠামো দিয়ে নয়, বরং যুগোপযোগী ও যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব। একটি কথা সবাইকে বুঝতে হবে, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও জোড়াতালি দিয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। অপুষ্ট ও রোগগ্রস্ত মায়ের শিশু জন্মগতভাবে যেমন কিছু দোষত্রুটি লাভ করে বেড়ে ওঠে, তেমনি নামেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা নিয়ে বিশ্ব চাহিদা মেটানোর উপযোগী যোগ্য ও দক্ষভাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। সে কারণে নবপ্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যাবলী অবিলম্বে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল যেনতেন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করলেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হতে পারে না বরং শিক্ষায়তনটি বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য হবার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন তা আছে কি না এবং যে মানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা উচিত তা দেয়া হচ্ছে কি না- এসব নিশ্চিত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সরকারকে এ লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।